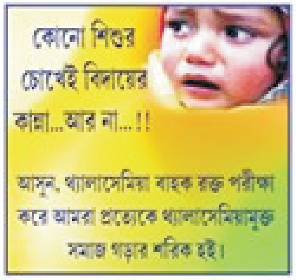


মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

# সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21
Published on 3rd May, 2019

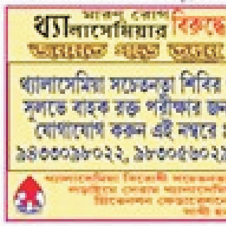


May, 2019 Volume-V, Issue-III 8 Pages, Rs. 2.00 Regd. No-WBBEN/2015/63375

এক পলকে দেশ

## মায়ের কাছে মোদী

গান্ধীনগর-গান্ধীনগরে ভোট দিলেন প্রধানমন্ত্রী। ভোট দেওয়ার আগে মায়ের আশীর্বাদ নিলেন তিনি। তাঁর ভোট কেন্দ্র ছিল রানিপ এলাকার নিশান হাইস্কুলে।

## কুকথায় লাগাম

নিজস্ব প্রতিনিধি-নির্বাচনী প্রচারে কুকথা ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্য রাখার জন্য এই প্রথম নিষেধাজ্ঞা জারি করল নির্বাচন কমিশন। মামলাও চলছে সুপ্রিমকোর্টে।

## কোহিনুর আর্জি

নয়াদিল্লি-ব্রিটেন থেকে কোহিনুর ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আর্জিটি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। কোর্টের মতে, এই আবেদনের সারবত্তা নেই।

## ভোট নিয়ে তথ্যচিত্র

নয়াদিল্লি-ভারতের সাধারণ নির্বাচন নিয়ে তথ্যচিত্র তৈরি হচ্ছে। এই তথ্যচিত্রটি তৈরি করবে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল। নির্বাচনের ৩৭টি পর্যায় দেখানো হবে তথ্যচিত্রে।

## রূপান্তরকামীরা

বড়োদরা-প্রায় ২৫০ জন রূপান্তরকামী বড়োদরার একটি কেন্দ্রে প্রথমবার ভোট দিলেন। এরজন্য রূপান্তরকামীরা জেলাশাসককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

## পায়ে কালি

আমেদাবাদ-ভোটার মাস্তিভাই রামনির পায়ে লাগানো হচ্ছে কালি। প্রতিবন্ধী মাস্তিভাই পা ও মুখ দিয়ে ছবি আঁকার জন্য বিখ্যাত। আমেদাবাদের একটি বুথে ভোট দিলেন তিনি।

## জেট সমস্যা

নয়াদিল্লি-জেট এয়ারওয়েজের অংশীদারি বিক্রির জন্য নিলাম প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দেউলিয়া বিধির বাইরে গিয়েই এ কাজ করা হচ্ছে বেশি টাকা উদ্ধারের আশায়। ইতিমধ্যেই জেটের একজন কর্মী অবসাদে আত্মঘাতী হয়েছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে কেন্দ্রীয় সরকার।

## ভরসা রাখুন তন্তুজ খাদ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি-তন্তুজ খাদ্য গ্রহণ হার্ট এবং ব্রেনের পক্ষে ভাল। ডাক্তাররা, ডায়াটেশিয়ানরা এবং সাধারণ মানুষরা একমত যে, তন্তুজ খাদ্যগ্রহণ শরীরের জন্য খুবই উপকারী। কিন্তু কি পরিমাণ তন্তুজ খাদ্যের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে, সে ব্যাপারে অনেকরকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব জড়িয়ে রয়েছে। তন্তুজ খাদ্যদ্রব্যের

উপযুক্ত পরিমাণ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। এককথায় বলতে গেলে এখানে প্রয়োজনীয় পরিমাণ টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যদ্রব্যে তন্তুজের উপকারিতা সম্পর্কে সবাই একমত কিন্তু নতুন গবেষণায় এটা প্রকাশ পাচ্ছে যে, খাদ্যের সঙ্গে তন্তু সঠিক পরিমাণে থাকলে তা অনেক রকম জটিলরোগ ও মস্তিষ্কের বার্ধক্য রোধ করতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা খাদ্যদ্রব্যে তন্তুর সঠিক পরিমাণ নিয়ে একটি গবেষণা শুরু করেছে। এই গবেষণার বিষয় কেবলমাত্র একটি বিষয় নিয়ে নয়, তা বহুমুখী। যার মধ্যে রয়েছে কত পরিমাণ তন্তু খাদ্যের মধ্যে থাকলে তা মানুষের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশি উপযোগী এবং নিলেনপক্ষে কতটা তন্তু প্রত্যেকটি আহারের মধ্যে থাকলে তা জটিল রোগ এবং ছোঁয়াচে নয় এমন রোগ থেকে মানুষকে বাঁচাতে সক্ষম। বিশেষকরে যে রোগগুলো অনেকদিন ধরে দেহে বাসা বাঁধে এবং খুব ধীরে রোগ বিস্তার করে। মোটামুটি এই ধরনের চারটি মুখ্য রোগের কথা বলা যেতে পারে। যেমন কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ, ক্যান্সার, শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত বা পুরনো দিনের কষ্ট এবং মধুমেহ।

প্রায় ৪০ বছর ধরে এই জটিল রোগগুলো এবং তার ফলে অসময়ে মৃত্যুর বিষয়টি নিয়ে প্রায় ৪৬০০ মানুষের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে। সেই পরীক্ষা থেকে যে তথ্য উঠে এসেছে তা হল, যারা বেশি পরিমাণে তন্তু যুক্ত আহার গ্রহণ করেছেন তাদের অসময়ে মৃত্যুর হার ১৫-৩০ শতাংশ কম। যথেষ্ট পরিমাণ তন্তুযুক্ত আহার করোনারি হার্ট ডিজিজ, টাইপ টু ডায়াবেটিস, কোলন ক্যানসারে মৃত্যুর আশঙ্কা ১৬-২৪ শতাংশ কমায়। তন্তুযুক্ত খাবারগুলো হচ্ছে দানাশস্য, শাকসবজি, আঁশযুক্ত ফল, কড়াইশুটি, বীনস, মুসুর ডাল, এবং রাজমা ইত্যাদি।

আমাদের তন্তুজ খাবারের প্রতি চিরাচিত ধ্যান ধারণা এই গবেষণার ফলাফলকে আরও শক্তিশালী করেছে, যা শুধুমাত্র উপরে উল্লেখিত অসুখ-বিসুখ ছাড়াও ওজন হ্রাস করা, শর্করা এবং চর্বি নিয়ন্ত্রণে প্রভূত সাহায্য করে।

## ধরায় সপরিবারে ভোট দেখতে এলেন শিব ও অন্নপূর্ণা

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে 'খাদ্য সামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে মানব পুজো' শীর্ষক অনুষ্ঠানে শ্যামবাজারের মঞ্চে নাটকের একটি স্মরণীয় মুহূর্ত। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ১১ এপ্রিল শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে অন্নপূর্ণা পুজোর প্রাক্কালে চিন্ময়ী অন্নপূর্ণারা গন্দেবতাদের হাতে তুলে দিলেন খাদ্যসামগ্রী। পরপর দুদিন (১১ এবং ১২ এপ্রিল) শহর এবং শহরতলির প্রায় ১০টি জায়গায় বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের সহযোগিতায় এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে খাদ্যসামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে মানবপুজো এবং পথনাটিকার অনুষ্ঠান সাধারণ মানুষের মনে দাগ কাটতে সমর্থ হয়েছে। ১১ এপ্রিল শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় থেকে শুরু করে উল্টোডাঙ্গা বিবেকানন্দ ক্লাবে, বাগবাজারে সৈকত মুখার্জির উদ্যোগে সেরাম ফর ফুটবল এবং ভিয়েনা স্পোর্টিং ক্লাব, কলেজস্ট্রিটে এই অনুষ্ঠান করেছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। ১২ এপ্রিলে খড়দহতে জনার্দন স্মৃতি মন্দির এবং মন, রিসার্চ ইন্সটিটিউট ফর পারফরমিং আর্টস্-এ, সোদপুরে ভুল রাস্তা এবং উত্তর নাটাগড় স্পোর্টিং ক্লাবে, বেলঘড়িয়ার প্রফুল্লনগর বাণী সংঘে ও বরাহনগরের কাশীপুর গোপীনাথ স্পোর্টিং ক্লাবে অন্নপূর্ণার মন্দিরে গন্দেবতাদের পুজোর অনুষ্ঠানে প্রচুর মানুষের সাড়া পেয়েছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। শ্যামবাজারে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সভাপতি ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি। তিনি বলেন, চারিদিকে অভাব অনটনের মধ্যেও সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মের মধ্যে নিজেদের উপস্থিতির স্বাক্ষর রাখছে। আজকের এই অনুষ্ঠান তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সভাপতির বক্তব্য শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। তিনি বলেন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজকর্মের চৌহদ্দির মধ্যে থেকেও সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে অন্নপূর্ণা পুজোর প্রাক্কালে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষদের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য বন্টন করাটা সংগঠনের একটি ব্যতিক্রমী ধারা। এই অনুষ্ঠানে 'অন্নপূর্ণা পুজো' নামে একটি নাটক, যা রচনা, পরিচালনা, প্রযোজনা, সংযোজনা এবং কণ্ঠে রয়েছেন সঞ্জীব আচার্য এবং অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করেছেন সংগঠনের সদস্যরা, তা মঞ্চস্থ করা হয় শ্যামবাজারে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চে এবং সর্বত্র। এই নাটকের ভাবনায় দেশের নির্বাচনকেও ইতিবাচক অর্থে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন

এরপর ১-এর পাতায়

এক পলকে রাজ্য

## ট্রাম প্রেমী

নিজস্ব প্রতিনিধি-ধোঁয়ামুক্ত কলকাতা গড়তে 'সবুজ মঞ্চ' ও 'ক্যালকাটা ট্রাম ইউজার্স অ্যাসোসিয়েশন' ধর্নায় বসল। এবিষয়ে তারা মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইছেন। এই দাবির সমর্থনে সই সংগ্রহ করার কাজ চলছে।

## পাহাড়ে উপ-নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি-দার্জিলিংয়ের নির্বাচিত বিধায়ক অমর সিংহ রাই লোকসভার প্রার্থী হয়েছেন। ফাঁকা সেই আসনে নির্বাচন হবে ১৯ মে। ফলাফল ঘোষণা হবে ২৩ মে। একই দিনে জানা যাবে পাহাড়ের নতুন সাংসদ ও বিধায়কের নাম।

## দুটি পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাজ্য সরকারের দুটি প্রকল্প 'উৎকর্ষ বাংলা' এবং 'সবুজ সাথী' রাষ্ট্রপুঞ্জের অধীনে 'ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি'-র পুরস্কার পেল। এর আগে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে 'কন্যাশ্রী'।

## ফের ডালা

নিজস্ব প্রতিনিধি-অগ্নিকাণ্ডের সাতমাস পরে বাগড়ি মার্কেট খুলেছে। ফের মার্কেটের সামনে আইন ভেঙে ডালা নিয়ে বসে গেছেন কারবারীরা। মার্কেটে ঢোকার পথ অবরুদ্ধ। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে প্রশাসন।

## সাফাই শপথ

নিজস্ব প্রতিনিধি-ভারতীয় সেনার পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের উদ্যোগে আর্মি ডে উপলক্ষে ময়দানের ৭২টি ক্লাব ময়দান অঞ্চল পরিষ্কার রাখার শপথ গ্রহণ করলেন। দূষণ রোধ এগিয়ে এসেছে সেনাবাহিনীও।

## রক্তসংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি-ভোট চলাকালীন রক্তের জোগান বাড়াতে রাজ্যের সবকটি ব্লাড ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করল স্বাস্থ্যভবন। হাসপাতালগুলোতে নেগেটিভ গ্রুপের রক্ত অমিল।

## আরও দেড় বছর

নিজস্ব প্রতিনিধি-মহাকরণের সংস্কারের কাজ শেষ হতে আরও দেড় বছর সময় লাগবে। রাজ্যের আগামী বিধানসভা ভোটের আগেই নতুনরূপে সেজে উঠবে মহাকরণ।

# এখানে - ওখানে

## জোড়া বাগানে সচেতনতা শিবির

বৈষ্ণোদেবী সেবা সমিতির সদস্যদের হাতে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের স্মারক তুলে দিচ্ছেন সংগঠনের সদস্য শরদিন্দু চ্যাটার্জি ও অন্যান্যরা। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-কলকাতার জোড়াবাগানে বৈষ্ণোদেবী সেবা সমিতির উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ৩১ মার্চ নিখরচায় বি এম ডি ক্যাম্প এবং থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল। শিবিরে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্য শরদিন্দু চ্যাটার্জি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন সঞ্জয় বক্সী, কৃষ্ণপ্রতাপ সিং, সেবাসমিতির সম্পাদক সঞ্জয় গুপ্ত সহ অন্যান্যরা। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষে শিবিরে ছিলেন অনুপম রায়, এস এস চন্দ্র, কানন কুমার মণ্ডল সহ আরও অনেকে।

## বর্ষ শেষে বর্ষবরণ

বর্ষ শেষে বর্ষবরণের মঞ্চে অল মাই ফ্রেন্ডস-এর পক্ষ থেকে চেক গ্রহণ করছেন সম্পাদক। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-অল মাই ফ্রেন্ডস-এর উদ্যোগে ১৪ এপ্রিল বাংলা বছরের শেষ দিনে নতুন বছরকে বরণ করে নিল অল মাই ফ্রেন্ডস্। এই বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। তিনি থ্যালাসেমিয়া রোধে জনসচেতনতা বাড়াতে সকলকে উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা বলেন। অনুষ্ঠানে অল মাই ফ্রেন্ডস-এর সভাপতি অরুণ কুমার হাজরা এবং সম্পাদক সোমনাথ বিশ্বাস থ্যালাসেমিয়ার কল্যাণে সঞ্জীব আচার্যের হাতে দশ হাজার চেক তুলে দেন এবং এই গরমে শিশুদের ব্যবহার করার জন্য ছাতা প্রদান করেন।

## ব্যবসায়ী সমিতির অনুষ্ঠান

অনাথবাবু বাজার ব্যবসায়ী সমিতির অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-অনাথবাবু বাজার ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ী সমিতির অনুরোধে একটি স্থায়ী তোরণ প্রতিষ্ঠা হল। এই অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। তিনি বলেন থ্যালাসেমিয়া রোধে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। থ্যালাসেমিয়া একটি মারণ রোগ। এই রোগের কোন ওষুধ এখনও পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। ফলে মানুষকে সচেতন করার মধ্যে দিয়েই এই রোগ রোধ করার কাজটাকে এগিয়ে নিতে যেতে হবে। তার জন্য বাহকের সঙ্গে বাহকের বিবাহ দেওয়া চলবে না। জন্মের একমাস পর থেকে বিয়ের আগে একবার মাত্র থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নেওয়াটা জরুরি।

## ধরায় সপরিবারে ভোট দেখতে এলেন শিব ও অন্নপূর্ণা

প্রথম পাতার পর

কুশীলবেরা। নাটকের গল্পটি পৌরাণিক আখ্যান থেকে নেওয়া। একদিন কৈলাসে দেবাদিদেব শিব পার্বতীকে ডেকে বলেন, 'এ জগতে খাদ্য, বস্ত্র বাসস্থান সবই মায়া। তাঁর কথা শুনে পার্বতী রুষ্ট হন এবং অন্তর্ধান করেন। ব্রহ্মাণ্ডে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। পার্বতী অন্নপূর্ণা রূপে আবির্ভূত হন কাশীতে এবং সেখানে অন্নদান করতে থাকেন। শিব তা জানতে পেরে কাশীতে গিয়ে অন্নপূর্ণার কাছে খাদ্য ভিক্ষা চান। অন্নপূর্ণা নিজের হাতে খাবার তুলে দেন শিবকে। নির্বাচন চলছে দেশে। তাই নাটকের বিষয় ও আজকের সঙ্গে নির্বাচন পর্বটা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। পার্বতী তাঁর সন্তানদের নিয়ে মর্তে ভোটও দেখে গেলেন এই সুযোগে। নাটকে শিব, অন্নপূর্ণা, পুরোহিত এবং ভিখারীর চরিত্রে রূপদান করেছেন যথাক্রমে ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, রিক্তা বিশ্বাস, শরদিন্দু চ্যাটার্জি, গৌতম শীল, শিবশঙ্কর চন্দ্র। ভাষ্যপাঠে ছিলেন সঞ্জীব আচার্য, অদিতি মণ্ডল ও বিক্রমজিৎ রায়। আবহে ছিলেন সন্দিপ মিত্র। নাটক শেষে গণদেবতাদের হাতে খাদ্যদ্রব্যের প্যাকেট তুলে দেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যরা।

## জাগরণের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি-জাগরণ মাইক্রোফিন প্রাইভেট লিমিটেড-র উদ্যোগে ভাতিন্ডা বাজারহাটে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ১৭ এপ্রিল নিখরচায় প্রায় ১০০ জন অসংগঠিত মহিলা শ্রমিকের হিমোগ্লোবিন পরীক্ষার কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এলাকার প্রচুর মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

## স্বাস্থ্যশিবিরে আমরা মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি- ৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় গৌরীবাড়ি লেনে 'আমরা মহিলারা'-র উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় স্বাস্থ্য শিবিরের অনুষ্ঠানে নিখরচায় সাধারণ মানুষদের হাতে হেলথ কার্ড তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া এখানে বিএমডি, রক্তের গ্রুপ নির্ণয় এবং থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

## বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপন

অখিল ভারতীয় জয়সোয়াল যুব মঞ্চের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-অখিল ভারতীয় জয়সোয়াল যুব মঞ্চ, কলকাতার উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে ৭ এপ্রিল আমহার্স্ট স্ট্রিটের সাকেত ভবনের অনুষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল। এদিন সকালে সাকেত ভবনের অনুষ্ঠানে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে নিখরচায় বিএমডি, ব্লাড প্রেসার, ব্লাড সুগার, এইচ বি পারসেন্টেজ, ইসিজি এবং থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব মঞ্চের সভাপতি রাজীব জয়সওয়াল এবং অন্যান্য সদস্যরা। ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যরা।

## মেচেদায় সচেতনতা শিবির

জাগরণ-এর সচেতনতা শিবির। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-জাগরণ মাইক্রোফিন প্রাইভেট লিমিটেডের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পরিচালনায় ২৬ এপ্রিল মেচেদায় অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। শিবিরে থ্যালাসেমিয়ার ওপর বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্য শরদিন্দু চ্যাটার্জি, রজত বোস। থ্যালাসেমিয়ার বিপদ এবং এই মারণরোগ থেকে বাঁচার জন্য করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে শিবিরে আগত সকলকে সজাগ করেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের বক্তারা। সদস্য বিক্রমজিৎ রায় কুইজ পরিচালনা করেন। জাগরণের পক্ষ থেকে শিবিরে উপস্থিত ছিলেন অমলেন্দু হালদার ও রাজু দেবনাথ সহ অন্যান্যরা। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে শিবিরে ছিলেন অমল বোস, শিবশঙ্কর চন্দ্র সহ অন্যান্যরা।

## রক্তাক্ত শ্রীলঙ্কা

শ্রীলঙ্কার চার্চে বিস্ফোরণের পর লণ্ডভণ্ড সব।

কলম্বো-ইস্টারের দিন রবিবার ২১ এপ্রিল পরপর ৮টি বিস্ফোরণে তছনছ হয়ে গেল শ্রীলঙ্কা। এই খবর লেখা পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা প্রায় ৩০০। এর মধ্যে একজন মহিলা সহ চারজন ভারতীয়, আহত হয়েছেন অন্তত ৫০০ জন। ৩৫ জন বিদেশি নাগরিক প্রাণ হারান। বিস্ফোরণের দায় নেয়নি কেউ। সন্দেহভাজন সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনায় স্তম্ভিত বিশ্ব। একদিনে এত লোকের প্রাণহানি হয় নি কখনও এই দ্বীপ রাষ্ট্রে। প্রথম বিস্ফোরণ হয় তিনটি চার্চে এবং পরে তিনটি অভিজাত হোটেলে। গোটা দেশে কার্ফু জারি করা হয়। নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া, ওয়েব সাইট, ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ। সমস্ত স্কুলে দু'দিন ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। বিমানবন্দরে উড়ান ওঠানামা বন্ধ করা হয়েছে সাময়িকভাবে। প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমসিংহে ধারাবাহিক এই বিস্ফোরণকে 'কাপুরুষোচিত কাজ' বলে আখ্যা দেন। সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

## নতুন প্রধান

সুইডেন- কিছু নিয়ে বিতর্কের জেরে গত বছর নোবেল সাহিত্য পুরস্কার ঘোষণা হয় নি। এই বছর একইসাথে সাহিত্যে নোবেলের দুটি পুরস্কার ঘোষণা করা হবে। নোবেল কমিটি ঢেলে সাজানো হয়েছে। স্থায়ী সচিব হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন অধ্যাপক ম্যাটস মাম। তিনি সুইডেনের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের অধ্যাপক। দায়িত্ব পেয়ে ম্যাটস বলেন, 'আমার ওপর একটা আস্থা রাখায় আমি খুশি। দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করব।'

## নতুন যুগ

প্যারিস-৩০ এপ্রিল দায়িত্ব থেকে অবসর নিচ্ছেন জাপানের সম্রাট আকিহিতো। অনেকদিন আগেই ঘোষণা হয়ে গিয়েছিল। জাপানের ২০০ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও সম্রাট 'অবসর' নিচ্ছেন। এরই সঙ্গে অবসান হল জাপানের 'হেইসে' যুগের। ১ মে থেকে জাপানে শুরু হল নতুন যুগ, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'রেইওয়া'। জাপানের মুখ্য ক্যাবিনেট সচিব এখবর জানান।

## অন্তঃসত্ত্বা তিমির মৃত্যু

সার্ডিনিয়া-ফিলিপিন্সের উপকূলে পাওয়া গিয়েছিল একটি মৃত তিমি। যার পেট থেকে বের করা হয়েছিল ৪০ কেজি প্লাস্টিক। এবার ইতালিতে। প্লাস্টিকের বলি আরেক তিমি। এই তিমিটির পেট থেকে বেরিয়েছে ২২ কেজি প্লাস্টিক। প্রায় ৮ মিটার লম্বা তিমিটি অন্তঃসত্ত্বা ছিল। সার্ডিনিয়া উপকূলে উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়ার আগেই তিমির গর্ভস্থ ভ্রূণটি মারা যায়।

## ব্রেন্টনের বিরুদ্ধে ৮৯ দফা

ওয়াশিংটন-ক্রাইস্টচার্চের মসজিদে হামলায় অভিযুক্ত অস্ট্রেলীয় নাগরিক ব্রেন্টন হ্যারিসন টারান্টের বিরুদ্ধে ৮৯ দফা অভিযোগ আনল নিউজিল্যান্ডের পুলিশ। ট্যারান্টের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের যোগাযোগ আছে। ১৫ মার্চ ক্রাইস্টচার্চের মসজিদে হামলা চালিয়ে ৫০ জনকে মেরে ফেলে ২৮ বছরের এই অস্ট্রেলীয় যুবক। আহত ৩১ জন।

## সময় বাড়ছে

ইংল্যান্ড-আরও আড়াই মাস সময় প্রয়োজন। আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত ব্রেক্সিট পিছিয়ে দেওয়ার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) কে সময় পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানালেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে। ১০ এপ্রিল ব্রাসেলসে ইইউ শীর্ষ নেতাদের বৈঠকে এ নিয়ে আলোচনা হবে।

## ব্ল্যাক হোলের ফটো

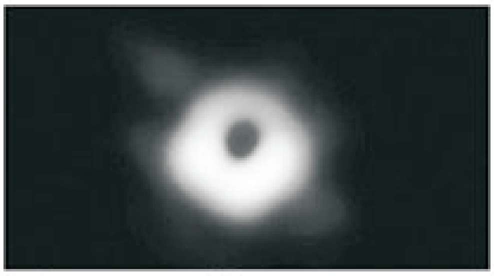

বিজ্ঞানীদের তোলা ব্ল্যাকহোলের ছবি

ওয়াশিংটন-১০ এপ্রিল ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজ্ঞানীরা একটি প্রেস কনফারেন্সে প্রকাশ করলেন মহাশূন্যের দৈত্য ব্ল্যাক হোলের ছবি। এই ব্ল্যাক হোলের ওজন সূর্যের ৬৫০ কোটি গুণ। দূরত্ব পৃথিবী থেকে ৫ কোটি ৩০ লাখ আলোকবর্ষ। এই ব্ল্যাক হোলের ছবি তুলেছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসানো রয়েছে যে ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ, তারাই। এদেরকে বেতার দূরবীনও বলা চলে। ভারতে মাইক্রোওয়েভ শনাক্তকারী কোনও দূরবীন নেই। যদি থাকত তাহলে পৃথিবীর অন্যান্য ৬০টি দেশের মতো ভারতের বিজ্ঞানীরাও ব্ল্যাক হোলের ছবি তোলার কাজে যোগ দিতে পারতেন।

## ফের নেতানিয়াহু

জেরুসালেম-ভোটে জিতে পঞ্চমবার ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী হলেন বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এই নির্বাচনে ইজরায়েলে ১২০টি আসনে ছোট বড় মিলিয়ে ১২টি দল লড়েছে। মূল লড়াইটা ছিল অতি দক্ষিণপন্থী, রক্ষণশীল শাসক দল 'লিকুদ' বনাম বামপন্থী লিবারালদের।

## উপগ্রহ চিত্রে ভেসে উঠল পরমাণু চুল্লির কাজ

রিয়াধ-পরমাণু চুল্লির কাজ শুরুর আগে অস্ত্র তৈরির পদ্ধতি ও নিয়ম সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য 'আই এ ই এ'-কে দিতে হয়। সৌদি আরব এই সংক্রান্ত কোনও তথ্যই আন্তর্জাতিক সংগঠনকে দেয় নি। সম্প্রতি উপগ্রহ চিত্রে (গুগল আর্থ) ধরা পড়েছে সৌদি আরবের পরমাণু চুল্লির ছবি। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে ওয়াশিংটন। আমেরিকা চাইছে এই ইস্যুতে সৌদি আরবকে আরও চাপের মধ্যে রাখতে। চুল্লিটি আনুমানিক ৩০ কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন। এর নকশা তৈরি করেছে 'ইনভ্যাপ এসই', আর্জেন্টিনার একটি বেসরকারি সংস্থা। সৌদি সরকার জানিয়েছে, 'ওখানে অস্ত্র তৈরি নয়, শান্তিপূর্ণ গবেষণা হবে।

## বিধ্বংসী ঝড়

মোজাম্বিক-মাস খানেক আগে 'ইদাই' নামে ঘূর্ণিঝড় বয়ে গিয়েছিল মোজাম্বিকে। ২৫ এপ্রিল ফের ঘূর্ণিঝড় 'কেনেথ' আছড়ে পড়েছে সেখানে। রাষ্ট্রপুঞ্জ জানিয়েছে, এই দুটি ঘূর্ণিঝড়ে মোজাম্বিকের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। দেশের ইতিহাসে এরকম ঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির উদাহরণ আর পাওয়া যায়নি বলে জানান দেশের প্রধানমন্ত্রী।

## কৌতুক ছেড়ে রাজনীতিতে

কিয়েভ-পেত্রো পোরোশেঙ্কোর জায়গায় ইউক্রেনের নতুন প্রেসিডেন্ট হলেন কৌতুকাভিনেতা ভোলোদিমির জিলেন্সকি। দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রায় ৭৩ শতাংশ মানুষ তাঁকেই নেতা হিসেবে বেছে নিলেন। প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ ছিল। ফলে রাজনীতির ময়দানে একেবারে নতুন জিলেন্সকির প্রতি আস্থা রেখেছেন সাধারণ মানুষ। কিছুদিন আগে পর্যন্ত জিলেন্সকি ছিলেন দেশের সেরা কৌতুক অভিনেতাদের মধ্যে একজন। এতদিন তিনি সিনেমা নিয়েই মেতে ছিলেন। কিন্তু দেশের শাসকদের দেশ পরিচালনায় অপদার্থতা দেখে জিলেন্সকি রাজনীতিতে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এবার একে বারেই দেশের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলেন তিনি।

## ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৪৩০৬৫৭২

ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ৯৮৩০০৬৬৫২৯

**প্রঃ অ্যাসপিরিন ওষুধটি অনেক সময়ই ব্যবহার করা হয়। এই ওষুধটি সম্বন্ধে জানতে চাই—কি কি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় এবং এর সাইড এফেক্ট কি কি হতে পারে?**

অভিষেক দাস, নিউ আলিপুর

**উঃ** অ্যাসপিরিন (Aspirin) একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ। এটা হল এক রকমের অ্যান্টিপ্লেটলেট ওষুধ (Antiplatelet Drug) যা রক্তের অণুচক্রিকার (Platelet) জমাট বাঁধায় বাধা দেয়।

**ব্যবহার** সাধারণ জ্বর ও মাথাব্যথা ছাড়াও অ্যাসপিরিনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হলে করোনারী আর্টারী ডিজিজ (Coronary Artery Disease), সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস, বা পেরিফেরাল ভাসকুলার ডিজিজে (Peripheral Vascular Disease) থ্রম্বোসিস প্রতিহত করা (Secondary Prevention)। এছাড়াও Risk Factor থাকলে চল্লিশ বছরের ওপরে এই ওষুধ দেওয়া যায় (Primary Prevention)। এর ফলে হার্ট অ্যাটাক (Myocardial Infraction), স্ট্রোক প্রভৃতি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে।

**মাত্রা**—৭৫-৩২৫ মিলিগ্রাম প্রতিদিন।

**পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া**—পেটের সমস্যাই মূলতঃ হয়, যেমন পেটের অস্বস্তি, অম্বল প্রভৃতি। অ্যাসপিরিনের সঙ্গে কিছু ওষুধ, যেমন প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর দিলে সমস্যা কম হয়। এছাড়াও অ্যালার্জি (Aspirin Allergy) হতে পারে। মাত্রা বেশী হলে লিভার ও কিডনির সমস্যা হয়।

Aspirin Resistance —ও কখনও কখনও হতে পারে, কিন্তু এটা সঠিকভাবে নির্ণয় করা এখনও সম্ভব হয়নি।

**প্রঃ পাইলস সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করার অনুরোধ জানাচ্ছি। আমার বাবার এই রোগ আছে।**

সুজাতা দত্ত, বিরাটি

**উঃ** পাইলস বা Hemorrhoids একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ রক্তনালী ফেটে গিয়ে রক্তপাত হয়।

বয়স বেশী হলে এই রোগের সম্ভাবনা আছে। বেশী ফ্যাট এবং কম ফাইবারযুক্ত খাবার খেলে এই রোগের সম্ভাবনা বেশী হয়।

এই রোগ দু'রকমের হতে পারে—Internal Hemorrhoips ও External Hemorrhoips।

**উপসর্গ**—Stool-এর সঙ্গে রক্ত পড়া এবং কিছু অংশ বেরিয়ে আসা (Protrusion) দেখা দেয়। ব্যথা সেরকম হয় না, তবে কখনও কখনও খুব বেশী হতে পারে। সাধারণত রক্তপাত অল্পই হয়, তবে কখনও বা বেশী হয় এবং রক্তাল্পতা (Anemia) সৃষ্টি করতে পারে।

**রোগনির্ণয় (Diagnosis)**-Physical Examination করে করা হয়। Colonoscopy করার প্রয়োজন হয়।

এই রোগ অনেক সময়ই বেশ কষ্টকর হয় এবং এর ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়।

**চিকিৎসা**—Snz Bath, ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার, এবং Stool নরম করার ওষুধ (Stool Softeners) দেওয়া হয়। এছাড়াও Banding ও Sclerotherapy করা যেতে পারে। অপারেশন করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। বিভিন্ন রকমের অপারেশন আছে। যেমন, Excisional Hemoprhoidectomy, Transhemorrhowal Deatre rialication (THD), Stapled Hemorpholdectomy প্রভৃতি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভালো কাজ হয়। একে কিছু ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিতে পারে, যেমন, ব্যথা, সংক্রমণ, রক্তক্ষরণ, পায়খানার অসুবিধা Faecal incowtiwence প্রভৃতি।

**প্রঃ কিডনির অসুখের জন্য কি কি পরীক্ষা করতে হয়, জানালে ভালো হয়।**

রত্না সান্যাল, বারাসত

**উঃ** কিডনির অসুখের জন্য বেশ কিছু পরীক্ষা করতে হয়। যেমন—

**(১) রক্তপরীক্ষা (Blood)** ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, সোডিয়াম পটাশিয়ামের মাত্রার হেরফের হতে পারে। আবার, ক্যালশিয়াম, ফসফেট, হিমোগ্লোবিন, ইউরিক, অ্যাসিড, প্লেটলেট এগুলির মাত্রা পরিবর্তিত হতে পারে।

এছাড়াও, Complement, ANA (Antinuclear Antibody), Cryoglobulins, প্রভৃতি পরীক্ষা করার দরকার হতে পারে।

**(২) ইউরিন-Urine** পরীক্ষা থেকেও অনেককিছু জানা যেতে পারে। ইউরিনে বেশি মাত্রায় প্রোটিন, কাস্ট প্রভৃতি থাকতে পারে।

**(৩) Radiologic Evaluation**—আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করলে কিডনি সাইজ ও আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। Vascular Imagineও করার দরকার হতে পারে।

**(৪) কিডনি বায়োপ্সি**—কিডনির অসুখের কারণ সম্বন্ধে সঠিক জানার জন্য এবং অসুখ কোন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, তা জানার জন্য এই পরীক্ষার দরকার হতে পারে।

**(৫) GFR (Glomerular Filtration Rate)** নির্ণয় করা, প্রভৃতি।

# সম্পাদকীয়

## পৃষ্ঠবার্তার মহিমা

এই সংবাদপত্রেই উত্তর সম্পাদকীয়তে প্রাচীন গ্রিসের এক বৃদ্ধ-ডায়োজিনিসের কথা লেখা হয়েছিল। সেই বৃদ্ধ দিনের বেলায় লণ্ঠন জ্বেলে মানুষ খুঁজতেন। বিস্ময়ের তাড়নায় ফের তাঁকেই স্মরণ করতে হল। ডায়োজিনিস বলতেন, আলোর অভাব নেই, অভাব শুধু খাঁটি মানুষের। তারই আদলে কলকাতার এক নামহীন নাগরিক পিঠে বিভিন্ন বার্তা বহন করে ঘুরছেন শহরের পথে পথে। কাগজে লেখা তার কথাগুলো যথেষ্ট হাসির খোরাক যোগায় এবং তাৎক্ষণিক বিচারে কথাগুলোকে অর্থহীন বলে মনে হবে। আসলে এগুলো হচ্ছে সুচিন্তিত প্রতিবাদের ভাষা। 'কুমিরের শাম্পুর কারখানা' নির্মাণ করছে। 'আপনি ঠিক, আমি ভুল।' 'মানুষ দু'প্রকার, গোরিলা ও আমিবা।' এসব বার্তা পিঠে লিখেছেন তিনি।

শাম্পুর কারখানা নিয়ে যে উদ্ভুট্টি পোস্টার করা হয়েছে, অর্থাৎ যে প্রকল্পের কোনও ভবিষ্যৎ নেই, তাতে বিনিয়োগ করে অর্থনাশ করা হচ্ছে। 'আপনি ঠিক, আমি ভুল' নামে পোস্টারটির সোজা কথা হচ্ছে, অযথা তর্ক করে লাভ নেই, যা হচ্ছে সব মেনে নাও। প্রতিবাদ করতে যেও না। যারা ফরমান দিচ্ছেন, তারাই ঠিক। আবার মানুষ দুই প্রকার 'গোরিলা ও আমিবা'। এখানে আমিবা নামক এককোষী প্রাণীর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। মানুষ এখন খুবই মূল্যহীন এবং আমিবার মতোই এত ক্ষুদ্র, যার পরোয়া না করলেও চলে।

দেশে এখন মত প্রকাশ করার স্বাধীনতা যথেষ্ট সংকুচিত। নাগরিকের মত প্রকাশ করার অধিকার চলে গেছে, তা পিঠের বার্তাই সারাৎসার। দেশের এই বৃহৎ গণতন্ত্র এখন ছোট হতে হতে প্রতিবাদীর পিঠে এসে ঠেকেছে। এখন বিরোধীতার অর্থ হচ্ছে শত্রুতা। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষেরা প্রতিবাদ করে রাষ্ট্রদ্রোহের কোপে পড়েছেন। ফেসবুকেও একই অবস্থা। অনেককে কারাগারে যেতে হয়েছে। সেকারণেই নিরুপায় নাগরিক পিঠে বার্তা বহন করে যেতে —'আপনি ঠিক, আমি ভুল।'

নাগরিক সমাজ এখন যথার্থ নেতা খুঁজতে ব্যস্ত। যে নেতা নির্বাচিত হয়ে কথা শুনবেন, সহবৎ শিখবেন, সমালোচনা সহ্য করে নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করবেন। নাটক, চলচ্চিত্র-এর ওপর অলিখিত খাঁড়ার কোপ বসাবেন না। ভূত, ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করবেন। এমন নেতার নেতৃত্বে নাগরিক সমাজ ফুলে, ফলে, পল্লবে, শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে সমাজের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়বে। যথার্থ নেতার এখন বড়ই অভাব। একবার নেতার তকমা গায়ে লেগে গেলে অতীতটা ভুলে যান অনেকেই। দলের নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখে গড্ডলিকায় গা ভাসিয়ে দেন এরা। দলের ভিতরে প্রতিবাদ করার বিষয়টা এখন একেবারেই উঠে গেছে একপ্রকার। মনে রাখতে হবে গোরিলার যে শক্তি আছে, আমিবার তা নেই। কিন্তু গোরিলাকে আমিবা বানানোর শক্তিটাতো সঞ্চয় করতে হবে। দুরূহ কাজ বটে, অসম্ভবও তো ঘটে।

### সাধনা

### রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পথ চলেছিল একটানা বাইরের দিকে, তার নিজের মধ্যে নিজের অর্থ ছিল না। পৌঁছল এসে ঘরে, সেখানে অর্থ পাওয়া গেল, আরম্ভ হল ভিতরের লীলা। মানুষে এসে পৌঁছল সৃষ্টিব্যাপার, কর্মবিধির পরিবর্তন ঘটল, অন্তরের দিকে বইল তার ধারা। অভিব্যক্তি চলছিল প্রধানত প্রাণীদের দেহকে নিয়ে, মানুষে এসে সেই প্রক্রিয়ার সমস্ত ঝোঁক পড়ল মনের দিকে। পূর্বের থেকে মস্ত একটা পার্থক্য দেখা গেল। দেহে দেহে জীব স্বতন্ত্র ; পৃথকভাবে আপন দেহরক্ষায় প্রবৃত্ত, তা নিয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা। মনে মনে সে আপনার মিল পায় এবং মিল চায়, মিল না পেলে সে অকৃতার্থ। তার সফলতা সহযোগিতায়। বুঝতে পারে, বহুর মধ্যে সে এক ; জানে, তার নিজের মনের জানাকে বিশ্বমানবমন যাচাই করে, প্রমাণিত করে, তবে তার মূল্য। দেখতে পায়, জ্ঞানে কর্মে ভাবে যতই সকলের সঙ্গে সে যুক্ত হয় ততই সে সত্য হয়। যোগের এই পূর্ণতা নিয়েই মানুষের সভ্যতা। তাই মানুষের সেই প্রকাশই শ্রেষ্ঠ যা একান্ত ব্যক্তিগত মনের নয়, যাকে সকল কালের সকল মানুষের মন স্বীকার করতে পারে। বুদ্ধির বর্বরতা তাকেই বলে যা এমন মতকে, এমন কর্মকে, সৃষ্টি করে যাতে বৃহৎকালে সর্বজনীন মন আপনার সায় পায় না। এই সর্বজনীন মনকে উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ করে উপলব্ধি করাতেই মানুষের অভিব্যক্তির উৎকর্ষ। মানুষ আপনার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে বৃহৎমানুষ হয়ে উঠছে, তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎমানুষের সাধনা।

সুকুমার রায় – মানুষের বয়স হলে এমন হোৎকা হয়ে যায়, কিছুতেই কোনো কথা বিশ্বাস করতে চায় না।

গ্রাউচো মার্কস – অন্যদের ভুল থেকে শিখুন। আপনি নিজে এতদিন বাঁচবেন না যে, নিজেই সবগুলো করে যেতে পারবেন।

রবীন্দ্রনাথ – দেশের যে অতিক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি, বিদ্যা, ধন, মান, সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ লোকের সঙ্গে পঁচানব্বই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশি।

# মাসতামামি

১ মে – আন্তর্জাতিক মে দিবস।
সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে-র জন্ম ১৯১৯।
রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭।
স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রফুল্ল চাকী শহীদ হলেন ১৯০৮।
২ মে – বার্লিনের পতনে রাইখস্ট্যাগে লাল পতাকা ওড়ালেন সোভিয়েত লাল ফৌজেরা ১৯৪৫।
বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়-এর জন্ম ১৯২১।
মার্কিন সৈন্যদের আক্রমণে নিহত হলেন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী ওসামা বিন লাদেন ২০১১।
৩ মে – কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রয়াণ ১৯৮৮।
ফ্রান্সের নির্বাচনে জনপ্রিয় ফ্রন্টের জয় ১৯৩৬।
৪ মে – কবি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৪৯।
চিনে মে বিপ্লব, জাপানকে চিনের ভূখণ্ড দিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে ছাত্রদের আন্দোলন ১৯১৯।
৫ মে – চিন্তাবিদ্ ও দার্শনিক কার্ল মার্কস-এর জন্ম ১৮১৮।
লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৮।
ফরাসি বিপ্লব শুরু ১৭৮৯।
৬ মে – বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী তানসেন-এর প্রয়াণ ১৫৮৯।
ফাঁসি হল মহারাজা নন্দকুমার ১৭৭৫।
ডাক টিকিট চালু হল ইংল্যান্ডে ১৮৪০।
৭ মে – জার্মানীদের আত্মসমর্পণ ১৯৪৫।
কবি রবার্ট ব্রাউনিং-এর জন্ম ১৮১২।
৮ মে – ভারতের প্রথম রেডক্রস দিবস উদ্‌যাপন ১৮৬৩।
কলকাতায় রবীন্দ্র সদনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ১৯৬১।
অক্সিজেনের আবিষ্কর্তা ল্যাভোসিয়েকে গিলোটিনে চাপানো হল ১৭৯৪।
৯ মে – বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত ১৯৪৫।
বম্বেতে ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালু হল ১৮৭৪।
গোপালকৃষ্ণ গোখলে-এর জন্ম ১৮৬৬।
১০ মে – দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা ১৯৯৪।
ব্রতচারীর প্রতিষ্ঠাতা গুরুসদয় দত্ত-এর জন্ম ১৮৮২।
প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী পঙ্কজ কুমার মল্লিক-এর জন্ম ১৯০৫।
১১ মে – স্বাধীন হল লাওস ১৯৭৫।
রাজস্থানের পোখরানের ভূগর্ভে তিনটি পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা করল ভারত ১৯৯৮।
ভারতের সিপাহী বিদ্রোহ শুরু ১৮৫৭।
১২ মে – ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল-এর জন্ম ১৮২০।
শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জন্ম ১৮৬৩।
১৩ মে – ম্যালেরিয়া দমনের সফল গবেষক রোনাল্ড রস-এর জন্ম ১৮৫৭।
কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রয়াণ ১৯৪৭।
দিল্লীতে লাল কেল্লা দুর্গের নির্মাণ শেষ করলেন শাহজাহান ১৬৪৮।
১৪ মে – এয়ার ইন্ডিয়ার প্রথম বিমানটি আমেরিকার নিউইয়র্ক বিমানবন্দরে পৌঁছল ১৯৬০।
ওয়ারশ চুক্তি শেষ হল ১৯৫৫।
১৫ মে – পর্বতারোহী তেনজিং নোরগের জন্ম ১৯১৪।
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮১৭।
বন্ধ হল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮৭৩।
১৬ মে – নাৎসী বাহিনীতে ভাঙন ১৯৪৫।
ব্রিটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন ভারত ভাগের ঘোষণা করলেন ১৯৪৬।
আন্তর্জাতিক টেলেক্স পরিষেবা চালু হল ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে ১৯৬০।
১৭ মে – গুটি বসন্তের ভ্যাকসিন আবিষ্কারক এডওয়ার্ড জেনার-এর জন্ম ১৭৪৯।
ঐতিহাসিক রাধানাথ শিকদার-এর প্রয়াণ ১৮৭০।
১৮ মে – বার্ট্রান্ড রাসেল-এর জন্ম ১৮৭২।
চারণকবি মুকুন্দ দাস-এর প্রয়াণ ১৯৩৪।
১৯ মে – হো-চি-মিন-এর জন্ম ১৮৯০।
পুলিশের গুলিতে অসমের কাছাড়ে বাংলা ভাষার দাবিতে শহীদ হলেন এগারো জন যুবক ১৯৬১।
২০ মে – পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির প্রতিষ্ঠা ১৯৮৬।
কালিকটে পৌঁছলেন ভাস্কো-দা-গামা ১৪৯৮।
২১ মে – ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে হত্যা ১৯৯১।
ভূপর্যটক ক্রিস্টোফার কলম্বাসের প্রয়াণ ১৫০৬।
কবি আলেকজান্ডার পোপের জন্ম ১৬৮৮।
২২ মে – ভূমি থেকে ভূমিতে বিস্ফোরণ যোগ্য ব্যালেস্টিক মিসাইল 'অগ্নি'-র প্রথম সফল উৎক্ষেপণ ১৯৮৯।
রামমোহন রায়-এর জন্ম ১৭৭৪।
২৩ মে – প্রথম ভারতীয় মহিলা বাচেন্দ্রী পাল এভারেস্টের শিখর জয় করলেন ১৯৮৪।
বাংলা ভাষায় প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হল ১৮১৮।
২৪ মে – বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ১৮৯৯।
থার্মোমিটারের আবিষ্কারক ড্যানিয়েল গ্যাব্রিয়েল ফারেনহাইট-এর জন্ম ১৬৮৬।
২৫ মে – ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজ-এর জন্ম ১৯০৬।
কলকাতা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় 'আয়লা'-র আক্রমণ ২০০৯।
ইন্ডিয়ান পিপল্‌স থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা ১৯৪৩।
২৬ মে – আমেরিকা এবং রাশিয়ার মধ্যে মস্কোতে স্বাক্ষর হল 'অ্যান্টি ব্যালেস্টিক মিসাইল' চুক্তি ১৯৭২।
মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহ এবং ইরানের নাদির শাহের মধ্যে আফগানিস্তান নিয়ে চুক্তি ১৭৩৯।
২৭ মে – ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর প্রয়াণ ১৯৬৪।
কপিরাইট বিল পাস ১৯৫৭।
২৮ মে – পাকিস্তান পারমাণবিক বোমা পরীক্ষামূলকভাবে বিস্ফোরণ করল ১৯৯৮।
প্যারিস কমিউন সমাপ্ত ১৮৭১।
২৯ মে – ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউশন স্থাপিত ১৯৪৭।
মাউন্ট এভারেস্ট জয় করলেন হিলারি ও তেনজিং ১৯৫৩।
৩০ মে – জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাইট উপাধি ত্যাগ ১৯১৯।
৩১ মে – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বামপন্থী লেখক ওয়াল্ট হুইটম্যান-এর জন্ম ১৮১৯।

# রামতনু লাহিড়ির বাল্যাবস্থায় কৃষ্ণনগরের সামাজিক অবস্থা

### কালিদাস চক্রবর্তী

অবিভক্ত বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাজগতে রামতনু লাহিড়ির নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। রামতনু বাল্যকালে কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় আসেন। ওঁদের আদিবাড়ি কৃষ্ণনগরে। ইংরেজি শিক্ষালাভের জন্য তাঁকে কলকাতায় আনা হয়। তাঁদের সাংসারিক অবস্থা ভালো ছিল না। তাঁর বাবা রামকৃষ্ণ লাহিড়ি ছিলেন অত্যন্ত সাধুপুরুষ, মা ছিলেন জগদ্ধাত্রী দেবী। কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্রের (চক্রবর্তী) কন্যা। কলকাতায় এসে অনেক কষ্টে তাঁকে মহামতি হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্তি হতে হয়। হীরের ঔজ্জ্বল্য যেমন লুকিয়ে রাখা যায় না, তেমনই অল্পদিনের রামতনু স্বকীয় মেধার গুনে বিদ্যালয়ের বৃত্তিলাভ করেন। কৃতিত্বের সঙ্গে হেয়ার স্কুল থেকে পাশ করে হিন্দুকলেজে ভর্তি হন। পরবর্তীকালে উত্তরপাড়া, বর্ধমান, বারাসাত, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি সরকারি স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ, কর্মঠ ও শৃঙ্খলাপরায়ণ মানুষ। ছাত্রেরা তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতিতে মুগ্ধ হয়ে থাকত। তাঁর খ্যাতি বাংলাদেশের সর্বত্র বিস্তৃত ছিল। আজও তাঁর নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'চেয়ার'বা পদ আছে।

এবার আলোচ্য প্রসঙ্গে আসা যাক। রামতনু ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চৈত্রমাসে বারুইহুদা গ্রামে তাঁর মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণনগরের রাজা গিরিশচন্দ্র ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে কৃষ্ণনগরের মধ্যবিত্ত সমাজ তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম, কেন্দ্রীভূত রাজ পরিবার ও তাদের আত্মীয় স্বজন, আশ্রিত ব্যক্তিরা। দ্বিতীয় স্বাধীন বৃত্তি সম্পন্ন পরিবারগুলি। তাঁদের মধ্যে অনেকে ফার্সি ভাষা শিক্ষা করে বিষয়কর্ম উপলক্ষে নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে

স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। ওই শ্রেণীভুক্ত কিছু কিছু ব্যক্তি ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে বিভিন্ন জেলায় কাজ করতে লাগলেন। রাজা গিরীশচন্দ্র ছিলেন অতি অসার, অল্পবুদ্ধি ও নীচ প্রকৃতির লোকের বশ্যতাপন্ন। তাঁর সময়ে স্বার্থপর, হীনচরিত্র লোকেরা রাজবাড়িকে ঘিরে রাখত।

গিরীশ চন্দ্রের পরবর্তী রাজা ছিলেন শ্রীশ চন্দ্র। বিবিধ গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, তিনি নারী ঘটিত নানা পাপে লিপ্ত ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র অত্যন্ত সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। প্রায়ই সুগায়ক ও গায়িকাদের নিয়ে এসে রাজবাড়িতে গানের আসর বসাতেন। কোন একবার গায়িকাদের দলে একটি নাবালিকাকে দেখে তিনি মুগ্ধ হন এবং তাঁকে একেবারে কিনে নিলেন। সেই থেকে ঐ মেয়েটি রাজবাড়ির অন্যান্য পরিচারিকাদের সাথে থাকতে লাগল। ক্রমে মেয়েটি পূর্ণ যৌবনা হয়ে উঠলে রাজা দেওয়ানের পরামর্শ উপেক্ষা করে, মেয়েটিকে সুরাপান করিয়ে বন্ধুদের সাথে মিশে হাস্য পরিহাস আমোদ প্রমোদে ডুবে থাকতেন। আর এক রাত্রির ঘটনা। রাজবাড়িতে এক-অপূর্ব সুন্দরী ও 'সুকণ্ঠের অধিকারী' এক তওয়াইফকে আনা হয়েছিল। তার নাচে ও গানের রাজার পারিষদবর্গ অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। শ্রোতা ও দর্শকদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন, এই রমনী সুন্দরী খ্যামটা নাচতে পারে। ঐ প্রস্তাব মেনে রাজা স্বয়ং ঐ রমনীকে খ্যামটা নাচতে আদেশ করলেন। মেহফিল জমে উঠেছে, শ্রোতা দর্শক সুরাপানে আত্মবিস্মৃত। তখন ঐ সুন্দরী রমনী পেশোয়াজ ছেড়ে একখানা কালো পেড়ে সূক্ষ্ম ধুতি পরে আসরে প্রবেশ করল। মনে হল যেন স্বর্গ-থেকে অপ্সরা মর্ত্যে অবতীর্ণ হল। মদের নেশায় তখন অন্ধ বয়স্ক কয়েকজন টলতে টলতে নাচের তালে পা ফেলতে লাগল। এই হচ্ছে সেই সময়কার সমাজের নীতিবোধ— যেখানে সমাজপতি স্বয়ং এক গণিকাশ্রেণির মেয়েকে মদ খাইয়ে তার সাথে হাস্য পরিহাস করতে লজ্জা বোধ করেননা।

যে সমাজে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির প্রাসাদে নিমন্ত্রিত বন্ধু- বান্ধবদের মধ্যে এ রকম আমোদ প্রমোদ চলে, সে সমাজের নীতির অবস্থা কেমন ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ইংরেজ সরকার কৃষ্ণনগরের গোয়াড়িতে নদীতীরে প্রশস্ত জায়গা বেছে নিয়ে বিচারালয় স্থাপন করল। সাহেবরা থাকতেন গোয়াড়ির পশ্চিম দিকে এবং দেশীয় আমলা, উকিল, মোক্তাররা পূর্বদিকে নিজ নিজ বাড়ি তৈরি করে থাকতেন। তখন বিদেশে কর্মস্থলে পরিবার নিয়ে যাওয়ার প্রথা ছিল না। প্রত্যেকেরই একজন করে উপপত্নী বা রক্ষিতা থাকতো, কারণ পরস্ত্রী রাখা তখনকার সমাজে নিন্দিত ছিল না। এছাড়া সমাজের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও বেশ্যালয়ে গিয়ে সারারাত পর্যন্ত আমোদে লিপ্ত থাকতেন। অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি নিজের রক্ষিতার জন্য পাকা বাড়ি তৈরি করে দিতেন এবং অন্যদের কাছে তার বর্ণনা দিয়ে আত্মশ্লাঘা ও উপভোগ করতেন। তখনকার বাংলাদেশে তথাকথিত ভদ্র সমাজের ব্যক্তিরাও প্রকাশ্যে দূষিত চরিত্র নারীদের সাথে মিশতে লজ্জাবোধ করতেন না। এই ছিল তখনকার সামাজিক অবস্থা। সেইজন্য ঐ দূষিত সমাজে মেলামেশা করে পাছে ছেলে নষ্ট হয়ে যায়, তাই সাধু প্রকৃতি রামকৃষ্ণ লাহিড়ি পুত্র রামতনুকে কলকাতায় জেষ্ঠপুত্র কেশবচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে তার প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন।

(ক্রমশঃ)

# সামাজিক সুরক্ষায় এত অনুদারতা কেন?

### কিশোরকুমার বিশ্বাস

এবারের ভোটের বাজারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘোষণা হল কংগ্রেসের 'ন্যূনতম আয় যোজনা'র প্রতিশ্রুতি। কংগ্রেসের MGNREA বা চলতি কথায় ১০০ দিনের কাজ-এর প্রকল্প ভারতে অবশ্যই একটা ফলক হিসাবে রয়ে গেছে। মনমোহন সিং-এর দ্বিতীয়বার জয়ের পর বিজেপি কেবল ১০০ দিনের কাজের কারণেই এই জয় এসেছে বলে বিদ্রূপ করেছিল। সেই সময় বিহারে বিজেপি -র প্রধান কার্যালয়ে লেখক দেখেছিলেন বিভিন্ন জেলার নেতারা তাঁদের নেতা এবং এখন মোদি সরকারের মন্ত্রী গিরিরাজ সিং-কে ১০০ দিনের কাজের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছিলেন। বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন এই প্রকল্প কীভাবে দেশের শ্রমজীবী মানুষকে অলস করছে এবং বড় চাষীদের কীভাবে হয়রানি হচ্ছে। তাঁদের অনেকে এটাও বোঝাচ্ছিলেন তাঁদের নেতাকে যে, যাতে এই আইনটি তুলে নেওয়া হয়।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে ১০০ দিনের কাজের জন্য কিভাবে বেশ কিছু পরিবার টিকে যাচ্ছে। এর প্রমাণ আরো ভালভাবে বোঝা যায় গত ২/৩ বছরে খরার ঘাটতির জন্য যখন রাজ্যের পর রাজ্য খরায় কবলিত হচ্ছিল তখন বেশ কয়েকটি রাজ্যের বহু মানুষ, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা প্রভৃতি রাজ্যের মানুষদের বলতে শোনা গেছে ১০০ দিনের কাজ না থাকলে তাঁদের বাঁচার ক্ষমতা থাকত না। বেশ কিছু সমীক্ষায় এই বিষয়টি উঠে আসে। তাই যতই চুরির কথা, দুর্নীতির কথা উঠুক সামাজিক সুরক্ষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ১০০ রয়েছে পঞ্চায়েতে। গ্রামীণ উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করা গেলে স্বশাসনে একটা নতুন শক্তির উদয় হতে পারে।

**ন্যূনতম আয় যোজনা**

এরপর যদি কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হয় ভারত সরকার পরিচালনায় তবে সমাজে বিক্ষোভ সৃষ্টি হবে।

এটা ঠিক, সমস্যা আছে এবং বিজেপি সহ অনেকেই এই ঘোষণা কে 'dole' বলে কংগ্রেসকে ছোট করতে চাইছে। কিন্তু এটা কি অস্বীকার করা যায়। মাসিক ন্যূনতম আয় এর একটা নিশ্চয়তার প্রয়োজন আছে? সামাজিক সুরক্ষার জন্য ন্যূনতম আয় নিশ্চিত

দিনের মজুর চাষের কাজে লাগলে গ্রামীন অর্থনীতিতে একটা গতি আসবে। বদলে যেতে পারে রাজনীতির ধারাও। মজুর নিয়োগ করার নিয়ন্ত্রক হিসেবে পঞ্চায়েতের গুরুত্ব ফের উপরের দিকে উঠে আসতে পারে। গ্রামের জীবনে একটা নতুন হাওয়া দেখা দেবে। যদিও ঠিকাদারির বেড়াজালে আটকে সবচেয়ে নীচের ২০ % পরিবারের ন্যূনতম আয় মাসে ১২,০০০ টাকা নিশ্চিত করবে। এখানে সমস্যা হতে পারে কার কত মাসিক আয় তা জানার তথ্য আমাদের দেশে নেই। তাই যদি অবস্থাপন্ন লোকও দাবি করে বসে, তাকেও দিতে হবে মাসিক ১২,০০০ টাকার গ্যারান্টি। তাহলে তো আসল উদ্দেশ্যটাই পূরণ করা কঠিন হবে। করা খুবই জরুরী। বিভিন্ন গবেষণায় এই বিষয়টির উপকারিতা ধরা পড়েছে স্পষ্টভাবে। এই বিষয়টি অনুদান হিসেবে না রেখে অবশ্যই আইন গতভাবে নিশ্চিত করা জরুরী এবং সম্মানজনক।

**কোথা থেকে আসবে টাকা?**

এই নিয়ে অর্থনীতিবিদরা খুবই চিন্তা ভাবনা করছেন। অনেকের মতে এটা করতে গেলে আগের কিছু অনুদান বন্ধ করতে হবে। না হলে রাজস্ব ঘাটতি ২/৩ শতাংশ বেড়ে যাবে। এখন প্রশ্ন হল কীভাবে করা হবে এটা তো পরের প্রশ্ন। এর জন্য কেন্দ্রীয় বাজেট কিভাবে হবে বা রাজ্য সরকার কীভাবে এই প্রকল্পের মধ্যে ঢুকবে তা পরের প্রশ্ন। এখন প্রশ্ন হল গরীব মানুষের জীবনে নিরাপত্তা নিয়ে এমন কার্পণ্য কেন হবে?

১০০ দিনের কাজের বিষয়ে দেখা যাচ্ছে বহু রাজ্যেই এই টাকার পরিমাণ সেই রাজ্যের ন্যূনতম মজুরীর চেয়ে কম। গত বছরে ১০০ দিনের কাজের মজুরী বৃদ্ধি খুবই সামান্য হয়েছে। বৃদ্ধি হয়েছে ১ টাকা থেকে ১৭ টাকা। আর ৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কোন মজুরী বৃদ্ধি হয়নি। তাই বোঝা যাচ্ছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সামাজিক সুরক্ষার ব্যাপারে খুব উদার নয়। এটাও আমরা জানি যে দেশের সুপ্রিম কোর্টও ন্যূনতম মজুরীর বিষয়ে লক্ষ্য রাখছেন এবং তা নিশ্চিত করতে আদেশ দিচ্ছেন। বহু রাজনৈতিক সংগঠন এবং অনেক এন জি ও ন্যূনতম দৈনিক মজুরীকে ৬০০ টাকা বা তার কাছাকাছি করার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছে।

# অমানুষ মন

দীনা ঘোষাল

মন ও গুণ আছে বলেই মানুষ। যাদের মন ও গুণ কোনটাই নেই তাদের আমরা অমানুষ বলে থাকি। এই অমানুষ মন বা মানবিক মন মানুষকে দিয়ে ঘৃণ্য কাজ করায়। মানুষ তখন ভদ্রতা, সভ্যতা, মানবিকতা সব কিছু ভুলে যায়। অমানুষ মন তখন নিজের আত্মসুখের কথাই চিন্তা করে। এই অমানুষ মনের জন্য তারা পরিবার, জগৎ, সংসার সবকিছু তছনছ করে দেয়। এদের মনে কারোর জন্য কোন চিন্তা থাকে না। এরা নিজের স্বার্থটাকেই বড় করে দেখে। এরা প্রতিনিয়ত সমাজের ক্ষতি সাধন করে এবং পৃথিবীর বুকে হিংসার জ্বালামুখী তৈরি করে। এদের চেহারাটি দেখতে স্বাভাবিক মানুষের মত হলেও এদের মন এত কঠিন হয় যার মধ্যে কোন মনুষ্যত্ব বোধ থাকে না। এরা যতরকমের কুকাজ আছে যেমন— মারামারি, খুনোখুনি, পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি করা, মানুষকে ভয় দেখানো, ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং আরো অনেক কিছু এরা অবাধে করে বেড়ায়। একদিন এইভাবেই তারা নিজেদের পরিবারের এবং সমাজের ক্ষতি করে পৃথিবীর থেকে বিদায় নেয়। কিন্তু এই অমানবিক মনের মানুষেরা যুগ যুগ ধরে একই কাজ করে এবং ধ্বংসলীলায় মেতে থাকে। এরা ঈশ্বরকে ভয় পায় না। এরা পাপ ও পুণ্যের খেয়াল রাখে না।

মানুষ জন্ম সব থেকে শ্রেষ্ঠ জন্ম। মানুষ যদি সেটা ভুলে যায় তাহলে 'ভগবান'ও তাদের ক্ষমা করেন না। ভগবান সবাইকে ভালো কাজ করার জন্য এই পৃথিবীতে পাঠান, কিন্তু কিছু মানুষ সেটা মনে রাখে না। এই ধরনের মানুষেরা নানা অছিলায় অন্যের ক্ষতি করে। তার জন্য এদের মনের কোন পরিবর্তন হয় না। নিজেদের মনের হিংসা ও আক্রোশ মেটানোর জন্য এরা বদ্ধপরিকর হয়ে থাকে। সারা বিশ্বে এমন এই ধরনের অমানুষ মনের মানুষ ছড়িয়ে গেছে এবং এরজন্য এমন কোন দেশ, মহাদেশ, রাজ্য বাকি নেই যেখানে কোন না কোন অশান্তি লেগেই আছে। শান্তিতে বেঁচে থাকটাই এখন মানুষের কাছে স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ শান্তিপ্রিয়। আর এই শান্তি যখন অশান্তিতে পরিণত হয় তখন মানুষের মন অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু যারা এই অন্যায়, অত্যাচার করে, নিষ্ঠুর ও বর্বরোচিত আচরণ করে অশান্তি ছড়াচ্ছে, মানুষের মনে আঘাত হানছে তাদের যা কাজ তাই করে চলেছে। কারণ এরা যে কোন দিক থেকে ধ্বংসের নীতিতেই বিশ্বাস করে।

আমরা যখন সবাই মানুষ হয়ে জন্মেছি তখন আমাদের প্রত্যেকের মানুষের প্রতি, সমাজের প্রতি, পরিবারের প্রতি একটা দায়িত্ববোধ থেকে যায়। সেই দায়িত্ব যদি প্রতিটি মানুষ সুন্দরভাবে পালন করে, মানুষের প্রতি মানুষ যদি মানবিক আচরণ করে, তাহলে দেখা যাবে ধীরে ধীরে এই ভয়াবহ ধ্বংস নীতির খেলা মানুষের মন থেকে হারিয়ে গেছে এবং তার ফলে প্রতিটি মানুষ আনন্দের শ্বাস নিতে পারছে। অমানুষ মন বা অমানবিক মন নিয়ে যারা সারা বিশ্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

# গপ্পো হলেও সত্যি

পারিজাত বোস

এয়ার স্ট্রাইক, পুলওয়ামা, সাড়ে তিনশো জইশ, মাসুদ আজহার, পাকিস্তান, চৌকিদার, বেকারত্ব, অন্ধকূপ, বেসরকারিকরণ, শিক্ষায় ব্যয় সংকোচ, নোট বন্দি, ন্যায়। বাজারে এখন এতগুলো শব্দ ঘুরপাক খাচ্ছে। ২০১৯-এর নির্বাচনে এই শব্দগুলোই দু'ভাগে ভাগ হয়ে দুটো গল্প তৈরি হয়েছে। এই গল্প দু'টোর মধ্যে এই শব্দগুলো হচ্ছে বন্ধ তালা খোলার জন্য চাবি।

সাদামাটাভাবে বলতে গেলে একটা গল্পের সারমর্ম হচ্ছে রাষ্ট্রের সুরে কোরাস গাইতে হবে। অন্যটি হচ্ছে পেটে খেলে পিঠে সইবে। নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রথম তৈরি হয় গল্প বা আখ্যান। পরের পর্বটা হচ্ছে বাগাড়ম্বর। কে, কেমন করে, কতটা কীভাবে নিজের গল্পটা মানুষের কাছে বলতে পারছে। যদিও আম ভোটাররা কি চাইছেন, তা জানা ভগবানেরও অসাধ্য। দেওয়াল, হোর্ডিং, ব্যানার সর্বত্র কবিতার ছড়াছড়ি। তবে এসব কবিতার কবিদের কিন্তু ধন্যবাদ অবশ্যই প্রাপ্য। ভোটের কবিরা কিন্তু ছন্দ মেলাতে ভীষণ পটু। পথ চলতি মানুষেরা ভীষণ আগ্রহ নিয়ে এসব দেওয়াল লিখন পড়েন। ইদানিং হোয়াটস অ্যাপ-এর যুগেও দেওয়াল লিখনের কিন্তু কোনও বিকল্প নেই। পরবর্তীতে প্রার্থীদের জনসংযোগ যাত্রা। এসময়ে প্রার্থীরা সকলেই মনে শাজাহান, প্রাণে গৌরাঙ্গ, দু'বাহু সামনে বাড়িয়ে মুখে চাঁদ সওদাগরের অভিব্যক্তি, প্রচুর স্টাইলিস হাসির স্টক নিয়ে অলি-গলি সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। নির্বাচনের আগে স্ব স্ব এলাকার প্রত্যেকটি কোনায় তার পদধূলির চিহ্ন এঁকে যান। কারও ব্যথা শুনে ভেঙে পড়েন, কারও আনন্দ দেখে ভীষণ খুশি হন। বিজ্ঞাপন ছাড়াই অনবদ্য স্টেজ শো। আগামী ২৩মে-র পর এদের অনেককেই আমরা আর সেভাবে কাছে পাব না, এটা ভেবেই খুব খারাপ লাগছে।

এগারো এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে গেল আই সি এস ই, সি বি এস ই পরীক্ষার মতো ভোটপরীক্ষা। মাসাধিককাল ধরে চলবে। এই মাসখানেক ধরে চলা 'ভোট পরীক্ষা'-টা আবার অনেকে বেশ রসিয়ে উপভোগ করেন। টিভি দেখে, কাগজ পড়ে, আড্ডায় বসে। প্রতিনিয়ই এখন চলবে, ও কি বললো? তার উত্তর কি এল? এর মিছিলে লাঠিচার্জ, ওর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে আরও হরেক রকম। ভোটও আবার বিবিধ প্রকারের।

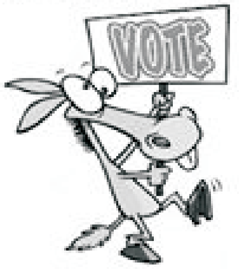


সাদা-কালো ভোট, হম্বি-তম্বি ভোট, লাঠি-সোটা ভোট, দানা-ভোট, টপকে দেওয়া ভোট, সুইং ভোট, প্রক্সি ভোট এবং ভোটার ছাড়া ভোট। ভোটারও নানা রকমের। নির্বিবাদী, প্রতিবাদী, ঘরকুনো, আগন্তুক, আলসে, গুলি কপচানো ইত্যাদি ইত্যাদি। ভোট বিষয়টা একটা অদ্ভুত আষাঢ় মতো।

এবার আসি ভোটের প্রচারে। প্রচারেরও রকমফের আছে। সত্যি প্রচার, মিথ্যে প্রচার, অর্ধসত্য প্রচার, অর্ধমিথ্যা প্রচার, চমকা লাগানো প্রচার, মিইয়ে যাওয়া প্রচার, গরম খাওয়ানো প্রচার আর বাবে তোলার প্রচার। ক্রিকেটে দেখা যায় বল লেগ স্টাম্পের বাইরে গেলে ওয়াইড, বোলারের পা ক্রিজ থেকে বাইরে বেরিয়ে গেলে নো বল। অথচ নির্বাচনী প্রচারে বিধিনিষেধ নিয়ে নির্বাচন আয়োগের অজস্র চক্রনিনাদ: এ হচ্ছে বিষহীন সর্পের মতো। যে যেরকম পারছেন, টেম্পো তুলছেন, পরিস্থিতি বেশি হয়ে গেলে নির্বাচন আয়োগে নালিশ যায়। যেমন একটা শান্তির বেওয়ারিশ খুঁজে পাওয়া খুব ভার। ভোট হচ্ছে ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা। ক্ষমতা চিরকাল প্রতিস্পর্ধী আওয়াজকে থামিয়ে দিতে চায়। ক্ষমতার জন্যই মানুষের রূপান্তর ঘটে। আদর্শের আড়ালে সব শাসকের অন্তরের রূপ একই।

ভোটের রাজনীতিতে ভাসছে দেশ। দেশের সমস্যা নিয়ে বেশি বলাবলি করলে দেশদ্রোহী হতে হবে। অকাজে বাপেক হইচই করুন—আপনার মতো দেশভক্ত খুঁজে পাওয়া ভার। এই রাজনীতিটাই আমাদের সবাইকে সর্বক্ষণ উত্তেজিত করে রাখছে। কথনই ঠান্ডা হতে দেয় না। যুদ্ধ যুদ্ধ মেজাজ। ভোটের বাজারে এভাবেই তৈরি হচ্ছে পারসেপশন বা বাতাবরণ অথবা মাহৌল। দাভের গুড় খেয়ে যাচ্ছে একদল বুদ্ধিমান পিঁপড়ে। কাকে নিয়ে গেছে কান, আমরা এখন সবাই ছুটছি কান ফিরে পেতে। এই তো ব্যবস্থা। আর অবিশ্বাসের ধাক্কা। চলছে চলবে।

# কবিতা

## বিচার কই

অদৃশ্য নাথ

মানবতা হল পরম ধর্ম
মানুষ কি বোঝে সেই কথা?
হৃদয় মাঝে গরল নিয়ে
বলছি সবাই মানবতা!

আমরা সবাই ভাঙতে দড়
জোড়ার কথা ভাবছি কই?
গাছের ডগায় তুলে দিয়ে
সরিয়ে নিচ্ছি পায়ের মই!

সাধুর বেশে ঘুরছে খুনি
দেশের কঠোর আইন ভাই!
লুঠতে পারো দু-হাত ভরে
লুঠেরার কোন সাজা নাই!

দেশের বুকে লাথি মেরে
লুঠছে নেতা, আমলা ওই।
ছিঁচকে চোরের কঠোর সাজা
পুকুরচুরির বিচার কই?

## অর্থই সব

অনির্বাণ কর

আজ আর ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার কপালে চন্দনের ফোঁটা পড়ে না,
হয়ত একদিন রাখী পূর্ণিমায় মণিবন্ধে বসবে না ফুলের রাখীটাও,
বিজয়ার প্রণাম কবেই উঠে গেছে,
সম্পর্কগুলো বড় লোভী হয়ে যাচ্ছে
ভালবাসার চেয়ে টাকার দাম আজ অনেক বেশি।

## ঝংকার

তপন ব্যানার্জি

ঝংকার যেন পৃথিবীর প্রাণে
নতুন চেতনা আনে
বিশ্ব দুয়ারে মানবের ঘরে
যেন শান্তির বীজ বোনে।
সে ঝংকার যেন সৃষ্টি করে
তাজা উল্লাস ভরা প্রাণ
অখিল বিশ্বে জাগাতে পারে
মানবতার নব গান।
ঝংকার বাজুক, ঝংকার বাজুক
দরিদ্র কুটির, নব যুবকের প্রাণে
মায়ের বুকে নব জাতকের কানে

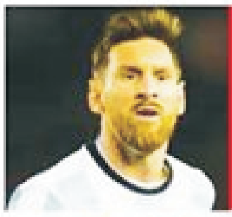

# স্টেডিয়াম

## ভারত বিগ্রেড

মুম্বই-আসন্ন বিশ্বকাপে, ভারতের দল ঘোষণা হল পয়লা বৈশাখে। পনেরো দলের এই স্কোয়াডে ঋষভ পন্থ নেই। বিষয়টি অনেককে অবাক করছে। দলে রয়েছেন বিরাট কোহলি, মহেন্দ্র সিংহ ধোনি, রোহিত শর্মা, শিখর ধাওয়ান, বিজয় শঙ্কর, কে. এল. রাহুল, কেদার যাদব, দিনেশ কার্তিক, হার্দিক পান্ডিয়া, রবীন্দ্র জাডেজা, মহম্মদ শামি, যশপ্রীত বুমরা, ভুবনেশ্বর কুমার, কুলদীপ যাদব এবং যুজবেন্দ্র চহল। ইংল্যান্ডে ভারতের খেলার সূচি যথাক্রমে ৫ জুন ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, ৯ জুন ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া, ১৩ জুন ভারত বনাম আফগানিস্তান। ২৭ জুন ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ৩০ জুন ভারত বনাম ইংল্যান্ড, ২ জুলাই ভারত বনাম বাংলাদেশ এবং ৬ জুলাই ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা। সব ম্যাচ শুরু হবে ভারতীয় সময় দুপুর তিনটের সময়।

## পেলে সুস্থ

প্যারিস- 'আমি এখন অনেক ভালো আছি।' নিজের টুইটারে এই মন্তব্য করেছেন পেলে। প্যারিসে স্পনসরদের অনুষ্ঠানে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন পেলে। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে প্যারিসের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসায় তাঁর মূত্রনালীতে সংক্রমণ ধরা পড়ে এবং ধীরে ধীরে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন।

## জেলে দাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি-প্রেসিডেন্সি জেলের ভেতর চালু হচ্ছে দাবা। ক্লাস চলবে নিয়মিত। রাজ্য দাবা সংস্থার প্রশিক্ষকরা বন্দিদের দাবা শেখাবেন। ২০২০ সালের ৩১ মে পর্যন্ত দাবা প্রশিক্ষকরা জেলে ঢুকতে পারবেন। ২০ জন বন্দিকে বেছে নেওয়া হবে। তাদের নিয়েই চলবে ক্লাস।

## গলফারের মৃত্যু

বেজিং-ভাল খেলার আশা নিয়ে সানিয়া চাম্পিয়নশিপে গিয়েছিলেন মালয়েশিয়ার ২৮ বছরের গলফার আরি ইরাওয়ান। ৭ এপ্রিল প্রতিযোগিতা চলার মধ্যেই হোটেলে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হল। এই অকাল মৃত্যুর জেরে পিজিএ ট্যুরের চিন সিরিজের স্যানিয়া চাম্পিয়নশিপ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মাঝপথেই। ঘটনাটি নিয়ে বিশদে তদন্ত চালাচ্ছে চিনের ক্রীড়া সংস্থা

## অসুস্থ কাঞ্চন

নিজস্ব প্রতিনিধি-৭ এপ্রিল গুরুতর পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন প্রাক্তন ফুটবলার পি. কাঞ্চন। কয়েকদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। এশিয়ান গেমসে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা এই ফুটবলারের অসুস্থতার খবর শুনে হাসপাতালে ছুটে যান রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্ল।

## সালাহর দুরন্ত গোল

গোল করার পর সালাহ-র স্টাইল

অ্যানফিল্ড-ই পি এলে ১৪ এপ্রিল খেলতে নেমে লিভারপুলের বিরুদ্ধে ০-২ হেরে গেল চেলসি। এই জয়ে লিভারপুলের প্রিমিয়ার লিগ জয়ের সম্ভাবনাকে আরও উজ্জ্বল করে তুললো। লিভারপুলের দুটি গোল করলেন সাদিয়ো মানে (৫১ মিনিট) ও মহম্মদ সালাহ (৫৩ মিনিট)। লিভারপুল জিতলেও এখনও তাদের চাপে রাখছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। জয়ের পর ক্লপ বলেছেন, 'দারুন খেলা হয়েছে। খেলোয়াড়রাও ছন্দে ছিল। সুযোগও তৈরি হয়েছে বারবার।' সালাহর গোলটা নিয়ে ক্লপ উচ্ছ্বসিত। তিনি বলেন, 'এই গোলটাকে বিশ্বমানের গোল বললেও কম বলা হবে।' ইপিএলের টেবিলে লিভারপুলের পয়েন্ট এখন শীর্ষে। সালাহকে নিয়ে যথেষ্ট কটাক্ষ করেছিল চেলসির সমর্থকরা। এদিন খেলার পরে যাবতীয় উন্মাদনা ছিল সালাহকে ঘিরে।

## রেকর্ড করলেন রোনাল্ডো

রেকর্ড গড়ার পর তৃপ্তির চুম্বন রোনাল্ডোর

মিলান-বিশ্ব ফুটবলের রেকর্ডে পাকাপাকি জায়গা করে নিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ইউরোপের মধ্যে তিনিই প্রথম ফুটবলার যিনি তিনটি দেশের লিগ জিতেছেন। শুরু হয়েছিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড দিয়ে, সেখানে তিনবার ই পি এল জিতেছেন। এরপর স্পেনের লা লিগা জিতেছেন দু'বার। শেষোক্তটি ইতালির জুভেন্তাস। এখানে প্রথমবার জিতলেন। এই রেকর্ডের জন্য ফিফা টুইট করে রোনাল্ডোকে অভিনন্দন জানিয়েছে। সিরি এ লিগে জয়ের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ব্যর্থতাও তাঁকে সইতে হয়েছে। পরের বারও জুভেন্তাসেই থাকছেন বলে জানান রোনাল্ডো। তিনি বলেন, 'প্রত্যাশিতভাবেই আমরা লিগ জিতেছি, প্রথম বছরই সিরি এ লিগে ১৯ গোল করেছেন তিনি। জয়ের ধারাবাহিকতা রাখতে বাকি ম্যাচগুলোতেও খেলবেন রোনাল্ডো।

## সংশয়ে ভরা বার পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি-রীতি মেনে পয়লা বৈশাখে বারপুজো হল শহরের বড় দুটি ক্লাবে। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। আয়োজনের ঘাটতি ছিল না কিন্তু ধোঁয়াশা থেকে গেল মূল বিষয়ে। বড় ক্লাবের বার পুজোকে ঘিরে যথেষ্ট উন্মাদনা থাকে সমর্থকদের মধ্যে। এবারের বার পুজোতে দলের সমর্থকরা বেশ নিরাশ ছিলেন। দুই বড় ক্লাবের কর্তারা জানালেন, পরের মরশুমে দল আই এস এল না আই লিগ খেলবে, তা এখন বলা যাচ্ছে না। তবে দেশের সেরা লিগই খেলতে চাইছে দুটি দল। ফেডারেশনের সঙ্গে আলোচনাও চলছে।

## মাদুরোকে সমর্থন মারাদোনার

মেক্সিকো-ভেনেজুয়েলার বামপন্থী রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরোর প্রশংসা করে নতুন বিতর্কে জড়ালেন দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনা। এমন কি তিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পেরও কঠোর সমালোচনা করেন। মারাদোনা এখন মেক্সিকোর দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব দোরাদোসডে সিনালোয়ার কোচ। একটি ম্যাচে তাঁর ক্লাব জেতার পর মারাদোনা সেই জয় নিকোলাস মাদুরোকে এবং ভেনেজুয়েলার মানুষকে উৎসর্গ করেন।

## আই পি এল-এ ওঠানামা

নিজস্ব প্রতিনিধি-আই পি এল যত এগোচ্ছে, ততই শিহরণ তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন দলের মধ্যে। কলকাতা নাইট রাইডার্সকে নিয়ে অনেকের প্রত্যাশা ছিল। সেটা এখন তাঁটায় চলছে। দিল্লি ক্যাপিটালস টেম্পোটা ধরে রেখেছে। কোহলির দলের অবস্থা খুবই ক্ষীণ। তার তুলনায় মুম্বই ইন্ডিয়ানস ভাল জায়গায় রয়েছে। আর বাদবাকি দলগুলো তেমন দাগ কাটতে পারেনি। রাসেল, শেন ওয়াটসন আর ধোনির নাম এখন সকলের মুখে মুখে।

## ত্রিমুকুট বাংলার মেয়েদের

নাগপুর-নাগপুরে অনুষ্ঠিত মেয়েদের অনূর্ধ্ব ২৩ ওয়ান ডে লিগ চ্যাম্পিয়নশিপে জয়ী হল বাংলা। ফাইনালে মুম্বইকে দু'উইকেটে হারায় তনুশ্রী সরকারের দল। ব্যাটে ও বলে দুরন্ত পারফরম্যান্স করে ম্যাচের সেরা দীপ্তি শর্মা শুরুতেই ব্যাট করে ১৭৯ রানে অল আউট হয়ে যায় মুম্বই। তাদের দলে হাফ সেঞ্চুরি করেন জেমাইমা রড্রিগেস। ৩৫ রানে তিন উইকেট নেন দীপ্তি শর্মা। ম্যাচের শেষে বাংলার কোচ ঋতুপর্ণা রায় বলেন 'সারা বছর ধরে প্রস্তুতিটা ভাল হয়েছিল আমাদের দলের।'

## এবার খো খো লিগ

নিজস্ব প্রতিনিধি-ব্যাডমিন্টন, কুস্তি, কবাডির পরে এবার শুরু হতে চলেছে পেশাদার খো খো লিগ। যে লিগের নাম দেওয়া হয়েছে আলটিমেট খো খো। প্রতিযোগিতাটি হবে ২১ দিনের। যতদূর সম্ভব সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে এই প্রতিযোগিতা শুরু হবে। ডাবল রাউন্ড রবিন লিগ ফর্মাটে মোট ৬০ টি ম্যাচ হবে। ভারত ছাড়াও ৬টি দেশ এই খেলায় অংশ নিতে চলেছে।

## অ খেলোয়াড়ি

রাওয়ালপিন্ডি-পাশাপাশি দুটি দেশের মত বিরোধ শেষ হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বরং তা বেড়েই চলেছে। আই পি এল-এর সম্প্রচার বন্ধ করে দিয়েছে পাকিস্তান। সেদেশের মন্ত্রীদের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। সাংবাদিকদের সেই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন মন্ত্রীসভার সদস্য ফাওয়াদ চৌধুরী।

খড়দহতে জনার্দন স্মৃতি মন্দিরে আয়োজিত সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে 'খাদ্যসামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে মানব পুজো' অনুষ্ঠানে খাদ্য বিতরণ চলছে। নিজস্ব চিত্র

মন রিসার্চ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস-এ খাদ্য বিতরণকে ঘিরে সাধারণ মানুষের উৎসাহ। নিজস্ব চিত্র

বেলঘড়িয়ার বানীসংঘের অনুষ্ঠানের মঞ্চে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যরা। নিজস্ব চিত্র

কাশীপুর গোপীনাথ স্পোর্টিং ক্লাবে নাটকের একটি দৃশ্যে শিবের ভূমিকায় ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, অন্নপূর্ণার ভূমিকায় রিঙ্কা বিশ্বাস এবং পুরোহিতের ভূমিকায় শরদিন্দু চ্যাটার্জি। নিজস্ব চিত্র

ধরায় দুর্ভিক্ষ মেটাতে পার্বতী অন্ন তুলে দিচ্ছেন ভিখারীদের। উত্তর নাটাগড় স্পোর্টিং ক্লাবের মঞ্চে নাটকের একটি দৃশ্য। নিজস্ব চিত্র

উল্টোডাঙা বিবেকানন্দ ক্লাবে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে খাদ্যসামগ্রী প্রদান করছেন নিবেদিতা আচার্য ও অনুপম রায় সহ অন্যান্য সদস্যরা। নিজস্ব চিত্র


# সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

## যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি?

**থ্যালাসেমিয়া কি ?** থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ : ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? : যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

## থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ : ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

**সদস্যবৃন্দ** ১) কেশব কান্তি বিশ্বাস ২) তরু রায় ৩) রজত বোস ৪) ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি ৫) দেবশঙ্কর নন্দী ৬) বুদ্ধদেব বক্সি ৭) তপন ব্যানার্জী ৮) অশোক পাল ৯) অনুপম দাস ১০) সৈকত মুখার্জি ১১) সোনালী বিশ্বাস ১২) সঞ্জয় সরকার ১৩) সঞ্জয় সাহা ১৪) পার্থ দাস ১৫) সঞ্জয় সেনগুপ্ত ১৬) অপূর্ব রায় ১৭) শিল্পী মুখার্জী ১৮) সন্দীপ মিত্র ১৯) অমল বোস ২০) তপন কুমার ঘোষ ২১) তাপস কুমার চক্রবর্তী ২২) রিঙ্কা বিশ্বাস ২৩) গৌতম সুন্দর ২৪) মিনাক্ষী পাল ২৫) রামকৃষ্ণ নায়ক ২৬) মালঞ্চ সাহা ২৭) বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী ২৮) শেখ নাজিবুর রহমান ২৯) ইরা দত্ত ৩০) প্রিয়জিত ভৌমিক ৩১) রীতেশ ঘোষ ৩২) শীলা নন্দী ৩৩) অমিতাভ সিনহা ৩৪) দেবাশীষ ভট্টাচার্য ৩৫) শুভাশিস সুর ৩৬) পুলক কুমার সুর ৩৭) সমীরণ গুহ রায় ৩৮) মঞ্জুশ্রী সাহা ৩৯) মিস্পি রায় ৪০) রাজা কর ৪১) ডাঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী ৪২) আশিস ভট্টাচার্য ৪৩) কমলকান্তি ঘোষ ৪৪) বনিতা দাস ৪৫) আলোকনা সিকদার ৪৬) মধুমিতা পাত্র ৪৭) সুদীপা কর্মকার ৪৮) গোপাল সাহা ৪৯) তাপস মুখার্জি ৫০) মধু শেঠ ৫১) অনুপম রায় ৫২) শরদিন্দু চ্যাটার্জি ৫৩) মোনালিসা হালদার ৫৪) বিশ্বজিৎ রায় ৫৫) টিম আহমেদ ৫৬) সুকুমার পাল ৫৭) শিশির (টিঙ্কু) ভট্টাচার্য ৫৮) সব্যসাচী বসু ৫৯) এস. এস. চন্দ্র ৬০) তন্ময় মাইতি ৬১) বিশ্বজিৎ ঘোষ ৬২) সমরেন্দ্র পাল ৬৩) অরিজিৎ শীল ৬৪) মানবেন্দ্র সরকার ৬৫) মৌমিতা ঘোষ ৬৬) শান্তনু ঘোষ ৬৭) অভিষেক মিত্র ৬৮) এস কে বাবলু ৬৯) কমল কুমার মণ্ডল ৭০) রামচন্দ্র চক্রবর্তী ৭১) চন্দ্রীব চক্রবর্তী ৭২) কৃতান্ত মণ্ডল।

## সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা- ৭০০ ০০৪, যোগাযোগ : (০৩৩) ২৫৩০,৬৫৭২,৯৮৩০৫ ৬০২৯৬, ৯৪৩৩০ ৯৮০২২


Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 033 2543 6465/ 98305 60296/ 98315 77444,